গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৩.২২.২২৯

তারিখ : ১৪ ভাদ্র ১৪৩১ / ২৯ আগস্ট ২০২৪

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : **সাম্প্রতিক বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে দেশের পূর্বাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় রোপা আমন ধানের উফশী জাতের বীজ, সার ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বাবদ অর্থছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলণের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ।**

সূত্র: অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪.৩০, তারিখ ২৯/০৮/২০২৪ খ্রি.

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতে বরাদ্দকৃত ৬১৩৮৫.০০ লক্ষ (ছয়শত তেরো কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকার মধ্যে '৩২৫১১০৫-সার' উপখাত হতে ২৯৬.০০ লক্ষ (দুই কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা '৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা' উপখাত হতে ২২০.০০ লক্ষ (দুই কোটি বিশ লক্ষ) টাকা ও '৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান' উপখাত হতে ৮৫০.০০ লক্ষ (আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা সর্বমোট ১৩৬৬.০০ লক্ষ (তেরো কোটি ছিষট্টি লক্ষ) টাকা খরিপ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধানের উফশী জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বন্যায় ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া এবং আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ, সার ও নগদ সহায়তা বাবদ কৃষকদের মাঝে বিতরণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ০২ নং অনুচ্ছেদে জনপ্রতি/বিঘাপ্রতি আর্থিক সহায়তা, ০৩ নং অনুচ্ছেদে বিভাজন, ০৪ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলী ও প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য ০৮ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও খাগড়াছড়ি জেলার জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল:

০২। এ পুনর্বাসন কর্মসূচির জন প্রতি/বিঘাপ্রতি সহায়তার বিবরণী:

ক্রমিক নং	উপকরণ/খাত		১ বিঘার জন্য উপকরণ সহায়তা (কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	জন প্রতি/বিঘাপ্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)
১	বীজ		৫.০০	৫৫.০০	(৫৫×৫)=২৭৫.০০
২	সার	ডিএপি	১০.০০	১৯.০০	(১৯×১০)=১৯০.০০
৩		এমওপি	১০.০০	১৮.০০	(১৮×১০)=১৮০.০০
৪	পরিবহন ব্যয়		২৫.০০	১.৫০	(২৫×১.৫০)=৩৭.৫০
৫	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়		২৫.০০	১.০০	(২৫×১.০০)=২৫.০০
৬	নগদ সহায়তা				**১০০০.০০**
	মোট				১৭০৭.৫০

৩। এ পুনর্বাসন কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন (এক নজরে পুনর্বাসন কর্মসূচি):

নং	জেলার নাম	উপকারভোগী কৃষক সংখ্যা	বীজ	সারের পরিমান (মে. টন)			উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)								মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
							'৩২৫১১০৯-বীজ ও চারা'	'৩২৫১১০৫-সার'			'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'				
				ডিএপি	এমওপি	উপমোট	বীজ	ডিএপি	এমওপি	উপমোট	পরিবহন ব্যয়	আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	নগদ সহায়তা	অন্যান্য ব্যয় উপমোট	
১	কুমিল্লা	২৯৮০০	১৪৯.০০	২৯৮.০০	২৯৮.০০	৫৯৬.০০	৮১.৯৫০	৫৬.৬২০	৫৩.৬৪০	১১০.২৬০	১১.১৭৫	৭.৪৫০	২৯৮.০০	৩১৬.৬২৫	৫০৮.৮৩৫
২	চাঁদপুর	১০০০০	৫০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২৭.৫০০	১৯.০০০	১৮.০০০	৩৭.০০০	৩.৭৫০	২.৫০০	১০০.০০	১০৬.২৫০	১৭০.৭৫০
৩	বি,বাড়িয়া	১৫০০০	৭৫.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৩০০.০০	৪১.২৫০	২৮.৫০০	২৭.০০০	৫৫.৫০০	৫.৬২৫	৩.৭৫০	১৫০.০০	১৫৯.৩৭৫	২৫৬.১২৫
৪	সিলেট	৪৮০০	২৪.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	৯৬.০০	১৩.২০০	৯.১২০	৮.৬৪০	১৭.৭৬০	১.৮০০	১.২০০	৪৮.০০০	৫১.০০০	৮১.৯৬০
৫	মৌলভীবাজার	৪০০০	২০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৮০.০০	১১.০০০	৭.৬০০	৭.২০০	১৪.৮০০	১.৫০০	১.০০০	৪০.০০০	৪২.৫০০	৬৮.৩০০
৬	হবিগঞ্জ	২০০০	১০.০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	৫.৫০০	৩.৮০০	৩.৬০০	৭.৪০০	০.৭৫০	০.৫০০	২০.০০০	২১.২৫০	৩৪.১৫০
৭	কক্সবাজার	৮০০০	৪০.০০	৮০.০০	৮০.০০	১৬০.০০	২২.০০০	১৫.২০০	১৪.৪০০	২৯.৬০০	৩.০০০	২.০০০	৮০.০০০	৮৫.০০০	১৩৬.৬০০

নং	জেলার নাম	উপকারভোগী কৃষক সংখ্যা	বীজ	সারের পরিমান (মে. টন)			উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)								মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
							'৩২৫১১০৯-বীজ ও চারা'	'৩২৫১১০৫-সার'			'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'				
				ডিএপি	এমওপি	উপমোট	বীজ	ডিএপি	এমওপি	উপমোট	পরিবহন ব্যয়	আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	নগদ সহায়তা	অন্যান্য ব্যয় উপমোট	
৮	লক্ষীপুর	৬০০০	৩০.০০	৬০.০০	৬০.০০	১২০.০০	১৬.৫০০	১১.৪০০	১০.৮০০	২২.২০০	২.২৫০	১.৫০০	৬০.০০০	৬৩.৭৫০	১০২.৪৫০
৯	খাগড়াছড়ি	৪০০	২.০০	৪.০০	৪.০০	৮.০০	১.১০০	০.৭৬০	০.৭২০	১.৪৮০	০.১৫০	০.১০০	৪.০০০	৪.২৫০	৬.৮৩০
		৮০০০০	৪০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	১৬০০.০০	২২০.০০০	১৫২.০০০	১৪৪.০০০	২৯৬.০০০	৩০.০০০	২০.০০০	৮০০.০০	৮৫০.০০০	১৩৬৬.০০

০৪। '২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধান (উফশী জাত) পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'ও 'কৃষক তথ্য ছক' মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০৫। কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী:

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উপজেলাওয়ারী বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবে এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বধায়নে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবে। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৪. এ কর্মসূচির আওতায় ১ জন উপকারভোগী কৃষককে কেবলমাত্র ১বিঘা জমির জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা যাবে। অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার জন্য ৫.০ কেজি উফশী জাতের রোপা আমন ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং চারা উৎপাদন ও রোপন বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা পাবেন। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট/বিকাশ/নগদ/রকেট- এর মাধ্যমে নগদ ১০০০.০০ টাকা প্রদান করে মাস্টাররোল সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। বিতরণকৃত উপকরণ বা অর্থ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

৬. এ কর্মসূচির আওতায় জেলাভিত্তিক জাতওয়ারী সংযুক্ত বিভাজন অনুযায়ী বিএডিসি (৯০%) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষক পর্যায়ে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প' এর তালিকাভুক্ত বীজ উদ্যোক্তাগণের (১০%) নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা সাপেক্ষে উফশী জাতের রোপা আমন ধান বীজ সংগ্রহ করতে হবে। এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য রোপা আমন বীজের (উফশী জাত) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা ও উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাঙ্খিত মানের হতে হবে। কাঙ্খিত মানের না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৭. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ০৮ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও খাগড়াছড়ি জেলার জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৮. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

৯. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ০৮ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও খাগড়াছড়ি জেলার জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;

১০. সার, বীজ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং

১১. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

তারিখ : ১৪ ভাদ্র ১৪৩১ / ২৯ আগস্ট ২০২৪

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৩.২২.২২৯

এ আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪.

তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(মুহাম্মদ আনিসুর রহমান)
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৩.২২.২২৯

তারিখ : ১৪ ভাদ্র ১৪৩১ / ২৯ আগস্ট ২০২৪

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**
৬. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ (খাগড়াছড়ি) ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি।
১০. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ০৮ জেলা)।
১১. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস ++ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)**।
১২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ০৯ টি জেলা)।
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৭. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ০৯টি জেলা) **(জি.ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
১৮. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে খরচ সমন্বয় করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণের অনুরোধসহ)**।
১৯. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**।
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯/০৮/২০২৪

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

'২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে বাস্তবায়িত রোপা আমন পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'

ক) কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

১. সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো।
২. ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া।
৩. রোপা আমন ধান ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা।
৪. কৃষকগণ রোপা আমন ধান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।
৫. দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখা।

খ) কর্মসূচির যৌক্তিকতা:

সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গ) প্রত্যাশিত সুফল:

এ কর্মসূচির আওতায় ৮০০০০ (আশি হাজার) জন উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক বিনামূল্যে রোপা আমন ফসলের উফশী জাতের বীজ, ডিএপি ও এমওপি সার এবং নগদ অর্থ সহায়তা পাবে। বন্যায় ধানের প্রাথমিক ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে রোপা আমন ফসলের উফশী জাতের আবাদ ১০৬৬৬.৬৭ হেক্টর বৃদ্ধি পাবে এবং ০.৩২৯ লক্ষ মে.টন (৩.০৮ মে.টন/হেক্টর হিসেবে) চাল উৎপাদন হবে, যার মূল্য ১৪৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা (প্রতি কেজি ৪৫/- হিসেবে) এবং এতে খড় উৎপাদন হবে ০.৬১৯ লক্ষ মেট্রিক টন যার মূল্য ১৮৫৮.৫৬ লক্ষ টাকা (প্রতি কেজি ৩/- হিসেবে)। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যের মোট আয় হবে ১৬৬৪২.৫৬ লক্ষ টাকা । বিঘাপ্রতি উপকরণ ও নগদ অর্থ সহায়তা বাবদ ব্যয় ১৭০৭.৫০ টাকাসহ মোট ব্যয় ১৭৩৮৬ টাকা, সে হিসাবে কর্মসূচিভূক্ত ৮০ হাজার বিঘা জমিতে (১০৬৬৬.৬৭ হেক্টর) কৃষকের অন্যান্য ব্যয়সহ মোট উৎপাদন ব্যয় ১৩৯০৮.৮০ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ ১ টাকা ব্যয় করে আয় হবে ১.২০ টাকা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উপজেলাওয়ারী বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবে এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবে। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৪. এ কর্মসূচির আওতায় ১ জন উপকারভোগী কৃষককে কেবলমাত্র ১বিঘা জমির জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা যাবে। অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার জন্য ৫.০ কেজি উফশী জাতের রোপা আমন ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং চারা উৎপাদন ও রোপন বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা পাবেন। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট/বিকাশ/নগদ/রকেট-এর মাধ্যমে নগদ ১০০০.০০ টাকা প্রদান করে মাস্টাররোল সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। বিতরণকৃত উপকরণ বা অর্থ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

৬. এ কর্মসূচির আওতায় জেলাভিত্তিক জাতওয়ারী সংযুক্ত বিভাজন অনুযায়ী বিএডিসি (৯০%) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষক পর্যায়ে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প' এর তালিকাভুক্ত বীজ উদ্যোক্তাগণের (১০%) নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা সাপেক্ষে উফশী জাতের রোপা আমন ধান বীজ সংগ্রহ করতে হবে। এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য রোপা আমন বীজের (উফশী জাত) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা ও উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাঙ্খিত মানের হতে হবে। কাঙ্খিত মানের না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৭. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ০৮ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও খাগড়াছড়ি জেলার জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৮. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

৯. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ০৮ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও খাগড়াছড়ি জেলার জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;

১০. সার, বীজ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং

১১. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

২৯/০৮/২৪

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com**-এ প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)**

জেলা ও উপজেলার নাম:
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতা ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	কর্মসূচি সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বীজ/ সার/নগদ সহায়তার বিবরণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ- সারের নাম- সারের পরিমাণ- নগদ সহায়তা-	